।। ওঁ শ্রী পরমাত্মনে নমঃ।।

।। অথ ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ।।

গীতার আরম্ভেই ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, হে সঞ্জয়! ধর্মক্ষেত্রে, কুরুক্ষেত্রে সমবেত যুদ্ধের ইচ্ছুক আমার এবং পাণ্ডুপুত্রগণ কি করল? কিন্তু এখনও বলা হয়নি যে, সেই ক্ষেত্র কোথায়? পরন্তু যে মহাপুরুষ যে ক্ষেত্রে যুদ্ধ বলেছেন, প্রস্তুত অধ্যায়ে সেই মহাপুরুষ স্বয়ং নির্ণয় করলেন যে, যে ক্ষেত্রে এই যুদ্ধ হয়েছিল, সেই ক্ষেত্র বস্তুতঃ কোথায়?

শ্রীভগবানুবাচ

ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদ্যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ।।১।।

কৌন্তেয়! এই দেহটাই একটা ক্ষেত্র এবং যিনি একে উত্তমরূপে জানেন, তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ। তিনি এর মধ্যে আবদ্ধ নন বরং এর সঞ্চালক। সেই তত্ত্ববিদ্ মহাপুরুষগণ এইরূপ বলেন।

দেহ তো একটাই, তবে এতে ধর্মক্ষেত্র এবং কুরুক্ষেত্র এইদুটি ক্ষেত্র একত্রে কিরূপে থাকতে পারে? বস্তুতঃ এই একটা দেহেরই অন্তরালে অন্তঃকরণের দুটি পুরাতন প্রবৃত্তি বিদ্যমান। প্রথমটি পুণ্যময় প্রবৃত্তি দৈবী সম্পদ্, যা' পরমধর্ম পরমাত্মাতে স্থিতি প্রদান করে এবং দ্বিতীয়টি আসুরী সম্পদ্—দোষযুক্ত দৃষ্টিকোণে যার গঠন হয়, যা' এই নশ্বর সংসারে বিশ্বাস এনে দেয়। যখন আসুরী প্রবৃত্তির বাহুল্য ঘটে, তখন এই দেহই 'কুরুক্ষেত্র' এবং যখন এই দেহেরই অন্তরালে দৈবী সম্পদের বাহুল্য ঘটে, তখন এই দেহকে 'ধর্মক্ষেত্র' বলা হয়। এই ওঠা-নামা নিরন্তর চলতে থাকে; কিন্তু তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষের সান্নিধ্যে থেকে যখন কোন সাধক অনন্যভক্তি সহকারে আরাধনায় প্রবৃত্ত হন, তখন দুটি প্রবৃত্তির মধ্যে নির্ণায়ক যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। দৈবী সম্পদের ক্রমশঃ উত্থান এবং আসুরী সম্পদের পতন হয়। আসুরী সম্পদ্ সম্পূর্ণরূপে

শান্ত হবার পর পরম-এর দিগ্‌দর্শনের অবস্থাতে সাধক এসে পৌঁছান। দর্শনের পরে দৈবী সম্পদের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যায়। অতএব দৈবী সম্পদও তখন পরমাত্মাতে বিলীন হয়। ভজনকর্তা পুরুষ পরমাত্মাতে স্থিতিলাভ করেন। একাদশ অধ্যায়ে অর্জুন দেখলেন যে, কৌরব-পক্ষের পর পাণ্ডব-পক্ষেরও যোদ্ধা যোগেশ্বরে বিলীন হয়ে যাচ্ছেন। এই বিলীনের পর পুরুষের যে স্বরূপ, সেই স্বরূপকেই ক্ষেত্রজ্ঞ বলে। এর পর দেখুন—

ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত।

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্জ্ঞানং মতং মম।।২।।

হে অর্জুন! তুমি সকল ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ আমাকেই জানবে অর্থাৎ আমিও ক্ষেত্রজ্ঞ। যিনি এই ক্ষেত্র-সম্বন্ধে অবগত, তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ—এইরূপ তাঁকে সাক্ষাৎ যে মহাপুরুষগণ জানেন, তাঁরা বলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে, আমিও ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণও যোগেশ্বর ছিলেন। ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ বিকারসহ প্রকৃতি এবং পুরুষকে তত্ত্বতঃ জানাই জ্ঞান, এইরূপ আমার অভিমত অর্থাৎ সম্যক্‌রূপে তাদের জানাকেই জ্ঞান বলে। মিথ্যা তর্ক-বিতর্ককে জ্ঞান বলে না।

তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্‌চ যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ।

স চ যো যৎপ্রভাবশ্চ তৎসমাসেন মে শৃণু।।৩।।

সেই ক্ষেত্র যেরূপ, যে যে বিকারযুক্ত, যে কারণে উৎপন্ন হয়েছে এবং সেই ক্ষেত্রজ্ঞ যিনি ও যে যে প্রভাবযুক্ত, সে সমস্ত সংক্ষেপে শোন। অর্থাৎ এই ক্ষেত্র বিকারযুক্ত, কোনো কারণে হয়েছে, পরন্তু ক্ষেত্রজ্ঞ কেবল প্রভাবসম্পন্ন হয়। আমিই বলছি—তা নয়, ঋষিগণও বলেন—

ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্।

ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ।।৪।।

এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের তত্ত্ব ঋষিগণ বহু প্রকারে বর্ণনা করেছেন। নানাপ্রকার বেদমন্ত্র দ্বারা বিভাজিত করে বলা হয়েছে এবং উত্তমরূপে নিশ্চিত যুক্তিযুক্ত ব্রহ্মসূত্রের পদসমূহদ্বারাও এই তত্ত্ব নির্ণীত হয়েছে। অর্থাৎ বেদ, মহর্ষি, ব্রহ্মসূত্র এবং আমি

একই কথা বলছি। শ্রীকৃষ্ণ সেই কথাই বলছেন, যা' এঁরা সকলেই বলেছেন। দেহ (ক্ষেত্র) কি এতটাই, যতটা দেখতে পাওয়া যায়? এই প্রসঙ্গে বলছেন–

মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকং চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ।।৫।।

অর্জুন! পঞ্চ মহাভূত (ক্ষিতি, জল, পাবক, গগন ও সমীর), অহঙ্কার, বুদ্ধি ও চিত্ত (চিত্তকে অব্যক্ত পরা প্রকৃতি বলা হয়েছে। অর্থাৎ মূল প্রকৃতির উপর আলোকপাত করা হয়েছে, যার মধ্যে পরা প্রকৃতিও সম্মিলিত, উপর্যুক্ত আটটিই অষ্টধা মূল প্রকৃতি) এবং দশ ইন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক্, জিহ্বা, বাক্, পাণি, পাদ, উপস্থ ও পায়ু), মন ও ইন্দ্রিয়ের পঞ্চ বিষয় (রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ) এবং–

ইচ্ছাঃ দ্বেষ সুখং দুঃখং সঙ্ঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ।
এতৎক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্।।৬।।

ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ-দুঃখ প্রভৃতিসংযুক্ত এই স্থূল দেহ পিণ্ড, চেতনা এবং ধৈর্য, এইরূপ এই সকল বিকারযুক্ত ক্ষেত্র সংক্ষেপে বর্ণিত হল। সংক্ষেপে ক্ষেত্রের স্বরূপ এটাই, যার মধ্যে ভাল-মন্দ যে বীজই বপন করা হয়, তা' পরে সংস্কাররূপে প্রকাশিত হয়। দেহটাই ক্ষেত্র। কোন্-কোন্ উপাদানে মাল-মশলা দিয়ে এই দেহের গঠন হয়েছে? পাঁচতত্ত্ব, দশ ইন্দ্রিয়, এক মন ইত্যাদি, যেরূপ লক্ষণ উপরে গোনা হয়েছে। এই সকলের সামূহিক সংঘাত এই পিণ্ডদেহ। যতক্ষণ এই বিকারগুলি থাকবে, ততক্ষণ এই পিণ্ডও থাকবে, কারণ এই দেহ বিকারগুলি দিয়ে তৈরী। এখন সেই ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ দেখুন, যিনি এই ক্ষেত্রে লিপ্ত নন বরং তার থেকে নিবৃত্ত–

অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জবম্।
আচার্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্যমাত্মবিনিগ্রহঃ।।৭।।

হে অর্জুন! মান-অপমানের অভাব, দম্ভশূণ্যতা, অহিংসা (নিজের এবং অন্যের আত্মাকে কষ্ট না দেওয়া অহিংসা। অহিংসার অর্থ কেবল এই নয় যে পিঁপড়া মেরো না। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে, নিজের আত্মাকে অধোগতিতে নিয়ে যাওয়া হিংসা ও তার উত্থান শুদ্ধ অহিংসা। এইরূপ পুরুষ অন্যান্য আত্মার উত্থান হেতু উন্মুখ থাকেন।

হ্যাঁ, এর আরম্ভ হয় কাউকে কষ্ট না দেওয়া থেকে। এটা তারই একটা অঙ্গ।), ক্ষমা, মন-বাণীর সরলতা, আচার্যোপাসনা অর্থাৎ শ্রদ্ধা-ভক্তিপূর্বক সদ্‌গুরুর সেবা এবং তাঁর উপাসনা, পবিত্রতা, অন্তঃকরণের স্থিরতা, মন এবং ইন্দ্রিয়সহ দেহের নিগ্রহ এবং–

ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধি দুঃখদোষানুদর্শনম্।।৮।।

ইহলোক এবং পরলোকের দেখা-শোনা সমস্ত ভোগের প্রতি আসক্তির অভাব, অভিমানশূণ্যতা, জন্ম-মৃত্যু, বৃদ্ধাবস্থা, রোগ ও ভোগাদিতে দুঃখদোষের পুনঃপুনঃ চিন্তন,

অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু।
নিত্যং চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু।।৯।।

পুত্র, স্ত্রী, ধন ও গৃহাদিতে আসক্তির অভাব, প্রিয় এবং অপ্রিয়ের প্রাপ্তিতে সদা চিত্তের সমভাব (গৃহস্থের এই অবস্থার মধ্য দিয়েই ক্ষেত্রজ্ঞের সাধনা শুরু হয়।) যা'–

ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।
বিবিক্ত দেশসেবিত্বমরতির্জন সংসদি।।১০।।

আমাতে (শ্রীকৃষ্ণ যোগী ছিলেন অর্থাৎ এইরূপ কোন মহাপুরুষে) অনন্য যোগে অর্থাৎ যোগের অতিরিক্ত অন্য কিছু স্মরণ না করে, অব্যভিচারিণী ভক্তি (ইষ্টের অতিরিক্ত অন্য কোন চিন্তন না আসা), নির্জনে বাস, মানুষের সমূহে বাস করার আসক্তি না হওয়া এবং–

অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্।
এতজ্‌জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোহন্যথা।।১১।।

আত্মার আধিপত্যের জ্ঞানে একরস স্থিতি এবং তত্ত্বজ্ঞানের অর্থস্বরূপ পরমাত্মার সাক্ষাৎকার–এই সকলকে জ্ঞান বলে এবং এর বিপরীত যা' কিছু সমস্তই অজ্ঞান–এইরূপ বলা হয়েছে। সেই পরমতত্ত্ব পরমাত্মাকে সম্যক্‌ভাবে জানা জ্ঞান,

(চতুর্থ অধ্যায়ে তিনি বলেছিলেন যে, যজ্ঞ সম্পূর্ণ হবার পর পরিণামে যে জ্ঞানামৃত লাভ হয়, সেই জ্ঞানামৃত যিনি পান করেন, তিনি সনাতন ব্রহ্মে স্থিতি লাভ করেন। অতএব ব্রহ্মকে সাক্ষাৎ করে যা' জানা যায়, তাকেই জ্ঞান বলে। এখানেও তাই বলছেন যে, তত্ত্বস্বরূপ পরমাত্মার সাক্ষাৎকারের নাম জ্ঞান।) এর বিপরীত সমস্ত কিছু অজ্ঞান। অমানিত্ব ইত্যাদি উপর্যুক্ত লক্ষণ এই জ্ঞানের পূরক। এই প্রশ্ন সম্পূর্ণ হল।

জ্ঞেয়ং যত্তৎপ্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বাহমৃতমশ্নুতে।
অনাদিমৎপরং ব্রহ্ম ন সত্তন্নাসদুচ্যতে।।১২।।

অর্জুন! যা জানার যোগ্য এবং যা' জেনে মরণধর্মা মানুষ অমৃত তত্ত্ব লাভ করে, তা' উত্তমরূপে বলব। সেই আদিহীন পরমব্রহ্মকে না সৎ বলা হয়, না অসৎ বলা হয়; কারণ যতক্ষণ তিনি পৃথক্, ততক্ষণ তিনি সৎ এবং যখন মানুষ তাঁরমধ্যে সমাহিত হয়, তখন কে কাকে বলবে। এক বোধ থেকে যায়, দ্বিতীয় বোধ থাকে না। এইরূপ স্থিতিতে সেই ব্রহ্ম সৎও নন, আবার অসৎও নন, বরং যা' স্বয়ংসহজ, তিনি তা'ই।

সর্বতঃপাণিপাদং তৎসর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্বতঃশ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি।।১৩।।

সেই ব্রহ্ম সর্বদিক্ থেকে হস্ত-পদযুক্ত, সর্বদিক্ থেকে চক্ষু-মস্তক-মুখযুক্ত এবং সর্বদিক্ থেকে শ্রোত্রযুক্ত, কর্ণযুক্ত; কারণ তিনি সংসারে সকলের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে স্থিত।

সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্।
অসক্তং সর্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ।।১৪।।

তিনি সকল ইন্দ্রিয়ের বিষয় সম্বন্ধে অবগত, তা'সত্ত্বেও তিনি ইন্দ্রিয় ব্যাপারে ব্যাপৃত নন। তিনি আসক্তিশূণ্য, গুণাতীত হয়েও সকলকে ধারণ-পোষণ করেন এবং সকল গুণের ভোক্তা অর্থাৎ এক-এক করে সকল গুণ নিজের মধ্যে লয় করে নেন। যেরূপ শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে যজ্ঞ এবং তপস্যার ভোক্তা আমি। শেষে সমস্ত গুণ আমাতে বিলীন হয়।

বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।

সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ।।১৫।।

সেই ব্রহ্ম সকল জীবধারীর ভিতরে-বাইরে পরিপূর্ণ। চর ও অচররূপও তিনি। সূক্ষ্ম বলে তাঁকে দেখা যায় না, অবিজ্ঞেয়, মন-ইন্দ্রিয়ের অতীত এবং অতি কাছে ও দূরে তিনিই স্থিত।

অবিভক্তং চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।

ভূতভর্তৃ চ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ।।১৬।।

সেই ব্রহ্ম অবিভাজ্য হয়েও সম্পূর্ণ চরাচর ভূতে বিভক্তরূপে প্রতীত হন। সেই জ্ঞাতব্য পরমাত্মা সর্বভূতের সৃষ্টিকর্তা, ভরণ ও পোষণকর্তা এবং শেষে সংহারকর্তা। এখানে বাহ্য এবং আন্তরিক দুইভাবের দিকেই সঙ্কেত করা হয়েছে। যেমন—বাইরে জন্ম এবং ভিতরে জাগৃতি, বাইরে পালন এবং ভিতরে যোগক্ষেমের নির্বাহ, বাইরে দেহের পরিবর্তন এবং অন্তরে সর্বস্বের বিলয় অর্থাৎ ভূতগণের উৎপত্তির কারণগুলির লয় এবং সেই লয়ের সঙ্গে-সঙ্গেই স্বীয় স্বরূপলাভ হয়। এ সকল সেই ব্রহ্মের লক্ষণ।

জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্বস্য বিষ্ঠিতম্।।১৭।।

সেই জ্ঞেয় ব্রহ্ম জ্যোতিসমূহেরও জ্যোতি, তম থেকে বহু ঊর্ধ্বে বলা হয়েছে। তিনি পূর্ণ জ্ঞানস্বরূপ, পূর্ণজ্ঞাতা, জ্ঞাতব্য এবং জ্ঞানদ্বারাই তাঁকে লাভ করা যায়। সাক্ষাৎকারের পর যা' কিছু জানা যায়, তাকে জ্ঞান বলা হয়। এইরূপ জ্ঞানদ্বারাই সেই ব্রহ্মকে লাভ করা যেতে পারে। তিনি সকলের হৃদয়ে স্থিত। তাঁর নিবাসস্থান হৃদয়। অন্যত্র খুঁজলে তাঁকে পাওয়া যাবে না। অতএব হৃদয়ে ধ্যান এবং যোগাচরণের দ্বারাই সেই ব্রহ্মের প্রাপ্তির বিধান।

ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চোক্তং সমাসতঃ।

মদ্ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে।।১৮।।

হে অর্জুন! এইরূপ ক্ষেত্র, জ্ঞান এবং জ্ঞেয় পরমাত্মার স্বরূপ সংক্ষেপে বলা হল। যা' জানার পরে আমার ভক্ত আমার সাক্ষাৎ স্বরূপলাভ করেন।

যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ যাকে ক্ষেত্র বলেছিলেন, তাকেই প্রকৃতি এবং যাঁকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলেছিলেন, তাঁকেই এখন পুরুষ বলে ইঙ্গিত করলেন–

প্রকৃতিং পুরুষং চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্।।১৯।।

এই প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়কেই অনাদি বলে জানবে এবং বিকারসকল ত্রিগুণ প্রকৃতি থেকেই উৎপন্ন বলে জানবে।

কার্যকরণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে।।২০।।

কার্য এবং করণের (যার দ্বারা শুভ কার্য করা হয়– বিবেক, বৈরাগ্য ইত্যাদি এবং অশুভ কার্য হওয়াতে কাম, ক্রোধ ইত্যাদি করণ) উৎপত্তির প্রধান কারণ প্রকৃতি বলা হয় এবং পুরুষ সুখ ও দুঃখের উপলব্ধির কারণ বলা হয়।

প্রশ্ন ওঠে যে, পুরুষ কি ভোগ করতেই থাকবে অথবা এর হাত থেকে কখনও মুক্তিও পাবে? যখন প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়েই অনাদি, তখন এদের হাত থেকে নিস্তার কিরূপে পাওয়া সম্ভব? এই প্রসঙ্গে বলছেন–

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভূঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোহস্য সদসদ্যোনিজন্মসু।।২১।।

পুরুষ প্রকৃতিতে অবস্থিত হয়ে প্রকৃতিজাত গুণসমূহের কার্যরূপ পদার্থ সকল ভোগ করেন এবং এই গুণসমূহের সংযোগই এই জীবাত্মার উত্তম ও অধম যোনিতে জন্মগ্রহণের প্রধান কারণ। এই কারণ অর্থাৎ প্রকৃতির গুণসমূহের সঙ্গে সংযোগ সমাপ্ত হলেই জন্ম-মৃত্যু থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। এখন সেই পুরুষের উপর আলোকপাত করলেন যে, তিনি কিরূপে প্রকৃতিতে অবস্থিত?–

উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেহস্মিন্পুরুষঃ পরঃ।।২২।।

সেই পুরুষ উপদ্রষ্টা অর্থাৎ হৃদয়-দেশে অতি সমীপে, হাত-পা-মন যত সমীপে তার চেয়েও অধিক সমীপে দ্রষ্টারূপে স্থিত। তার প্রকাশে আপনি ভাল করুন, মন্দ করুন, তাতে তাঁর কোন প্রয়োজন নেই। তিনি সাক্ষীরূপে স্থিত। সাধনা-পথে সাধক যখন সঠিকভাবে সাধনা করে নিজের স্তর কিছুটা উন্নত করেন, তাঁর দিকে এগিয়ে যান তখন দ্রষ্টা পুরুষের ক্রম-পরিবর্তন হয়, তিনি '**অনুমন্তা**'—অনুমতি প্রদান করতে শুরু করেন, অনুভব জাগিয়ে তোলেন। সাধনাদ্বারা আরও নিকটে এগিয়ে ঘনিষ্ঠ হলে সেই পুরুষ '**ভর্তা**'রূপে ভরণ-পোষণ করেন, সাধকের যোগক্ষেমেরও দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সাধনা আরও সূক্ষ্ম হলে তিনিই '**ভোক্তা**' হন। '**ভোক্তারং যজ্ঞ তপসাম্**'—যজ্ঞ, তপস্যা যা' কিছু সম্ভব হয়, সমস্তই সেই পুরুষ গ্রহণ করেন, এবং যখন গ্রহণ করে নেন, তখন তার পরের অবস্থাতে '**মহেশ্বরঃ**'— মহান্ ঈশ্বররূপে পরিণত হন। তিনি প্রকৃতির প্রভুরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। কিন্তু এখনও প্রকৃতি জীবিত, তবেই তার প্রভু তিনি। এর থেকেও উন্নত অবস্থাতে সেই পুরুষ '**পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো**'—যখন পরম-এর সঙ্গে সংযুক্ত হন, তখন তাঁকে পরমাত্মা বলা হয়। এইরূপে এই দেহে স্থিত হয়েও পুরুষ আত্মা 'পরঃ', প্রকৃতির অতীত। পার্থক্য এই যে শুরুতে দ্রষ্টারূপে ছিলেন, ক্রমশঃ উত্থান হতে-হতে পরম-এর স্পর্শ করে সাধকও পরমাত্মারূপে পরিণত হন।

য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিং চ গুণৈঃ সহ।

সর্বথা বর্তমানোহপি ন স ভূয়োহভিজায়তে।।২৩।।

এইরূপ যিনি পুরুষকে এবং গুণসমূহের সঙ্গে প্রকৃতিকে সাক্ষাৎকার করার পর জানেন, তিনি সমস্ত কর্ম করেও পুনর্বার জন্মগ্রহণ করেন না। একেই মুক্তি বলে। এখন পর্যন্ত যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্ম ও প্রকৃতিকে প্রত্যক্ষ করে জানার পর যে পরমগতি লাভ হয় অর্থাৎ তাঁর পুনর্জন্ম থেকে নিবৃত্তির উপর আলোকপাত করলেন। এবং এখন তিনি সেই যোগের উপর জোর দিলেন যার প্রক্রিয়া আরাধনা; কারণ এই কর্ম না করে কেউ পান না।

ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।

অন্যে সাঙ্খ্যেন যোগেন কর্মযোগে ন চাপরে।।২৪।।

হে অর্জুন ! সেই **'আত্মানম্'**—পরমাত্মাকে কতকগুলি মানুষ **'আত্মনা'**— নিজের অন্তর্চিন্তনের সাহায্যে ধ্যানের দ্বারা **'আত্মনি'**—হৃদয়-দেশ-এ দর্শন করেন। কেউ কেউ সাংখ্যযোগদ্বারা (অর্থাৎ নিজের শক্তি বুঝে ঐ একই কর্মে প্রবৃত্ত হন।) এবং অন্যান্য বহু ব্যক্তি তাঁকে নিষ্কাম কর্মযোগ দ্বারা দর্শন করেন। সমর্পণ করে সেই নিয়ত কর্মে প্রবৃত্ত হন। প্রস্তুত শ্লোকে মুখ্য সাধন, ধ্যান। সেই ধ্যানে প্রবৃত্ত হবার ধারা দুটি সাংখ্যযোগ ও নিষ্কাম কর্মযোগ।

অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বান্যেভ্য উপাসতে।

তেহপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ।।২৫।।

পরন্তু অপর কেউ কেউ, যাঁদের সাধনার জ্ঞান নেই, তাঁরা এইরূপে জানতে না পেরে **'অন্যেভ্যঃ'**—অন্য যাঁরা তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষ, তাঁদের কাছে শুনে উপাসনা করেন এবং তাঁরাও শুনে মৃত্যুরূপ সংসার-সাগরকে নিঃসন্দেহে অতিক্রম করেন। অতএব কোনরূপ কর্ম করতে না পারলে সৎসঙ্গ করুন।

যাবৎসঞ্জায়তে কিঞ্চিৎসত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্।

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাত্তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ।।২৬।।

হে অর্জুন ! যা' কিছু স্থাবর ও জঙ্গম পদার্থ উৎপন্ন হয়, সেই সকলই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগে উৎপন্ন হয় জানবে। প্রাপ্তি কখন হয় ? এই প্রসঙ্গে বলছেন—

সমং সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।

বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি।।২৭।।

যো পুরুষ বিনাশশীল চরাচর সর্বভূতে নির্বিশেষভাবে অবস্থিত অবিনাশী পরমেশ্বরকে দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ দেখেন। অর্থাৎ সেই প্রকৃতির নাশ হবার পরেই তিনি পরমাত্মস্বরূপ, এর পূর্বে নয়। এই সম্বন্ধে অষ্টম অধ্যায়ে বলেছিলেন, **'ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্মসংজ্ঞিতঃ।'**—ভূতগণের সেই সমস্তভাব, যা' (ভাল অথবা মন্দ) কিছু (সংস্কার) সংরচনা করে, সেই সমস্ত লোপ হওয়াই কর্মের পরাকাষ্ঠা। সেই সময় কর্ম সম্পূর্ণ হয়। সেই কথাই এখানেও বলেছেন, যিনি চরাচর ভূতকে ধ্বংস হতে দেখেন এবং পরমেশ্বরকে সমভাবে স্থিত দেখেন, তিনিই যথার্থ দেখেন।

সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।

ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্।।২৮।।

কারণ সেই সমদর্শী পুরুষ সর্বত্র নির্বিশেষরূপে অবস্থিত পরমেশ্বরকে (তিনি যেরূপ, সেইরূপ) দর্শন করেন, সেইজন্য নিজে নিজেকে ধ্বংস করেন না। কারণ যা' ছিল, তাই তিনি দেখেছিলেন সেইজন্য তিনি পরমগতি লাভ করেন। প্রাপ্তিযুক্ত পুরুষের লক্ষণ বলছেন—

প্রকৃত্যৈব চ কর্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্বশঃ।

যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্তারং স পশ্যতি।।২৯।।

যে পুরুষ সকল কর্ম প্রকৃতি দ্বারাই সর্বপ্রকারে সংঘটিত হতে দেখেন অর্থাৎ যতক্ষণ প্রকৃতি বিদ্যমান, ততক্ষণ কর্ম হতে দেখেন এবং আত্মাকে অকর্তারূপে দেখেন, তাঁর দেখাটাই যথার্থ।

যদা ভূতপৃথগ্‌ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি।

তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা।।৩০।।

যে কালে মানুষ পৃথক্ পৃথক্ ভূতসমূহের ভাব-এ এক পরমাত্মাকে প্রবাহিত, স্থিত দেখেন এবং সেই পরমাত্মা থেকে ভূতসকলের বিস্তার উপলব্ধি করেন, সেই কালে তিনি ব্রহ্মকে লাভ করেন। এই লক্ষণ স্থিতপ্রজ্ঞ মহাপুরুষের।

অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎপরমাত্মায়মব্যয়ঃ।

শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে।।৩১।।

কৌন্তেয়! এই অবিনাশী পরমাত্মা অনাদি ও গুণাতীত, সেইজন্য তিনি দেহে অবস্থিত হলেও বাস্তবে কোন কর্ম করেন না এবং লিপ্ত হন না। কিরূপে?—

যথা সর্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।

সর্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে।।৩২।।

যেমন সর্বব্যাপী আকাশ সূক্ষ্ম বলে লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ সকল প্রকার দেহে অবস্থিত হয়েও আত্মা গুণাতীত বলে দৈহিক গুণসমূহে লিপ্ত হন না। আরও বললেন—

যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।

ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত।।৩৩।।

অর্জুন! যেরূপ একমাত্র সূর্য সমগ্র জগৎকে আলোকিত করে, সেইরূপ এক আত্মা সমস্ত ক্ষেত্রকে প্রকাশিত করে। অবশেষে বললেন—

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা।

ভূতপ্রকৃতিমোক্ষং চ যে বিদুর্যান্তি তে পরম্।।৩৪।।

এইরূপ যাঁরা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের পরস্পর প্রভেদ এবং প্রকৃতি ও তার বিকার থেকে মুক্ত হবার উপায় জ্ঞানরূপ নেত্রদ্বারা জ্ঞাত হন, সেই মহাত্মাগণ পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে লাভ করেন। অর্থাৎ ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞকে জ্ঞানচক্ষু দ্বারা দেখা যায় এবং জ্ঞান সাক্ষাৎকারে পর্যায়ভুক্ত।

নিষ্কর্ষ –

গীতাশাস্ত্রে শুরুতে ধর্মক্ষেত্র, কুরুক্ষেত্রের নাম উল্লেখ করা হয়েছে; কিন্তু সেই ক্ষেত্র বস্তুতঃ কোথায়?— সেই স্থান-সম্বন্ধে বলা বাকী ছিল, যা' শাস্ত্রকার স্বয়ং প্রস্তুত অধ্যায়ে স্পষ্ট করেছেন যে—কৌন্তেয়! এই দেহটাই একটা ক্ষেত্র। যিনি একে জানেন, তিনি ক্ষেতজ্ঞ। তিনি এই ক্ষেত্রে লিপ্ত নন, নির্লিপ্ত। এর সঞ্চালক। অর্জুন! ‘সকল ক্ষেত্রে আমিও ক্ষেত্রজ্ঞ’, অন্যা মহাপুরুষগণের সঙ্গে নিজের তুলনা করলেন। এতে স্পষ্ট হয় যে শ্রীকৃষ্ণ যোগী ছিলেন; কারণ যিনি জানেন তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ, এই কথা মহাপুরুষগণ বলেছেন। আমিও ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ অন্য মহাপুরুষের মতই আমি।

ক্ষেত্র যেরূপ, যে যে বিকারযুক্ত, ক্ষেত্রজ্ঞ যে যে প্রভাবযুক্ত, তার উপর যোগেশ্বর আলোকপাত করলেন। শুধু যে আমি বলছি তা নয়, মহর্ষিগণও তা'ই বলেছেন। বেদের মন্ত্রগুলিতেও একেই বিভাজিত করে দেখানো হয়েছে। ব্রহ্মসূত্রেও সেই সমস্তের উল্লেখ রয়েছে।

দেহ (যা' ক্ষেত্র) কি এতটাই, যতটা চোখে পড়ে? এই দেহের উৎপত্তির পিছনে যে যে কারণ বিদ্যমান, তাদের গণনা করে বললেন যে, অষ্টধা মূল প্রকৃতি, অব্যক্ত প্রকৃতি, দশ ইন্দ্রিয় এবং মন, ইন্দ্রিয়সমূহের পাঁচটি বিষয়, আশা, তৃষ্ণাও

বাসনা, এইরূপ এই বিকারসমূহের সামূহিক মিশ্রণ এই দেহ। যতক্ষণ এগুলি বিদ্যমান, ততক্ষণ কোন না কোনরূপে দেহ থাকবেই। এটাই ক্ষেত্র, যার মধ্যে ভাল-মন্দ যে বীজই বপন করা হয়, তা' সংস্কাররূপে অঙ্কুরিত হয়। যিনি এর অতীত হয়ে যান, তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ। ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ বলার পর তিনি ঈশ্বরীয় গুণধর্মের উপর আলোকপাত করলেন এবং বললেন যে, এই ক্ষেত্রের প্রকাশক ক্ষেত্রজ্ঞ।

যোগেশ্বর বললেন, সাধনা সম্পূর্ণ হবার পর পরমতত্ত্ব পরমাত্মার প্রত্যক্ষ দর্শন জ্ঞান। সম্যক্‌ভাবে জানাটাই জ্ঞান। এর অতিরিক্ত যা' কিছু আছে, সে সমস্ত অজ্ঞান। জানার যোগ্য হলেন পরাৎপর ব্রহ্ম। তিনি সৎ নন এবং অসৎও নন। তিনি এই দুইয়ের অতীত। তাঁকে জানার জন্য মানুষ হৃদয়ে ধ্যান করেন, বাইরে মূর্তির সম্মুখে নয়। বহুব্যক্তি সাংখ্যযোগের মাধ্যমে ধ্যান করেন। বহুব্যক্তি নিষ্কাম কর্মযোগ, সমর্পণের সঙ্গে তাঁকে লাভ করার জন্য সেই নির্ধারিত কর্ম আরাধনার আচরণ করেন। যাঁরা এই বিধি জানেন না, তাঁরা তত্ত্বস্থিত মহাপুরুষগণের কাছে শুনে আচরণ করেন। তাঁরাও পরমকল্যাণ প্রাপ্ত হন। অতএব যদি কিছু বোধগম্য না হয়, তাহলে তার জ্ঞাতা মহাপুরুষের সৎসঙ্গ আবশ্যক।

স্থিতপ্রজ্ঞ মহাপুরুষের লক্ষণ বলার পর যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বললেন যে, যেরূপ আকাশ সর্বব্যাপী হয়েও নির্লিপ্ত, সূর্য যেরূপ সর্বত্র প্রকাশিত করেও নির্লিপ্ত সেইরূপ স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষ, সর্বত্র সম ঈশ্বর যেরূপ তদ্রূপ দেখার ক্ষমতা যাঁর তিনি ক্ষেত্র থেকে অথবা প্রকৃতি থেকে সম্পূর্ণরূপে নির্লিপ্ত। অবশেষে তিনি নির্ণয় করে বললেন যে, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞকে জ্ঞানরূপ নেত্র দ্বারাই জানা সম্ভব। জ্ঞান, যেমন পূর্বে বলা হয়েছে, সেই পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করে জানাটাই জ্ঞান। শাস্ত্র সকল মুখস্থ করে আবৃত্তি করাকে জ্ঞান বলে না বরং অধ্যয়ন এবং মহাপুরুষগণের কাছে সেই কর্মকে বুঝে, সেই কর্মের আচরণ করে মন এবং ইন্দ্রিয়সমূহ নিরুদ্ধ এবং নিরুদ্ধের বিলয়কালে পরমতত্ত্বকে দর্শন করে যে অনুভূতি হয়, সেই অনুভূতির নাম জ্ঞান। অতএব ক্রিয়া আবশ্যক। বর্তমান অধ্যায়ে মুখ্যতঃ ক্ষেত্রজ্ঞের বিস্তারপূর্বক বর্ণনা করা হয়েছে। বস্তুতঃ ক্ষেত্রের স্বরূপ ব্যাপক হয়। দেহ বলা সোজা কিন্তু এই দেহের সম্বন্ধ কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত? বলা যেতে পারে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড মূল প্রকৃতির বিস্তার। আপনার দেহের বিস্তার অনন্ত অন্তরিক্ষপর্যন্ত। তার দ্বারা আপনার জীবন ঊর্জস্বিত, তাদের ত্যাগ করে আপনি জীবিত থাকতে পারেন না। এই ভূমণ্ডল, বিশ্বজগৎ, দেশ-প্রদেশ এবং

আপনার এই দৃশ্যমান শরীর সেই প্রকৃতির একটা মাত্র অংশও নয়। এইরূপ বর্তমান অধ্যায়ে ক্ষেত্রেরই বিস্তারপূর্বক বর্ণনা করা হয়েছে। অতএব—

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসুব্রহ্মবিদ্যায়াংযোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে 'ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগো' নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।।১৩।।

এই প্রকার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপী উপনিষদ্ এবং ব্রহ্মবিদ্যা তথা যোগশাস্ত্র বিষয়ক শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের সংবাদে 'ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ বিভাগ যোগ' নামক ত্রয়োদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ হল।

ইতি শ্রীমৎপরমহংস পরমানন্দস্য শিষ্য স্বামী অড়গড়ানন্দকৃতে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াঃ 'যথার্থগীতা' ভাষ্যে 'ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগো' নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।।১৩।।

এই প্রকার শ্রীমৎপরমহংস পরমানন্দজীর শিষ্য স্বামী অড়গড়ানন্দকৃত 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা'র ভাষ্য 'যথার্থ গীতা'তে 'ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ বিভাগ যোগ' নামক ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত হল।

।। হরিঃ ওঁ তৎসৎ।।